তারিখ ... 24 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ১ ...

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম আগামী বছর চালু হচ্ছে

☐ নিপা চৌধুরী

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম চালু হচ্ছে ২০১৩ সাল থেকে। সেই লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের সকল সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়ে প্রস্তুতিমূলক এ শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এ বলা আছে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শুধু দেশের সকল ৫+ বছর বয়সী শিশুদের জন্য। এক বছর মেয়াদি এ শিক্ষা শিশুদের মধ্যে 'শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের' প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করারই এ শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, সরকার আগামী বছর থেকে সারাদেশে সকল প্রাথমিক স্তরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এ শিক্ষাক্রমের একটি

চলতি বছরেই প্রস্তুতি সম্পন্ন হচ্ছে

পৃঃ ২ কঃ ৪

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

চূড়ান্ত খসড়া ইতোমধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। মন্ত্রণালয় এ শিক্ষাক্রম অনুমোদনও করেছে। শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখন-শেখানো সামগ্রী তৈরির পরিকল্পনার কাজ চলছে। ২০১২ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন করা হবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আলোকে, দেশের এনজিওগুলোর প্রচলিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবং এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সরেজমিনের অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়েছে। দেশের ৫ ও ৫+ বছর বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করতে এবং তাদের প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবেশ তৈরির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে। এই প্রক্রিয়া শুরু হলে বেসরকারিভাবে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোও এই শিক্ষাক্রমের আওতায় চলে আসবে এবং দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি ও এনজিও'র আওতাধীন বিদ্যালয়গুলো একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। কর্মকর্তারা বলেন, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের জন্য শ্রেণীকক্ষে পাঁচটি শিক্ষা সামগ্রী দরকার। একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (আমার বই), একটি নোটবই (এসো শিখতে শিখি), শিক্ষক সহায়িকা, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পৃথক চার্ট। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি শ্রেণীকক্ষে ৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক। শিক্ষকদের আচরণ হবে বন্ধুসুলভ ও শিশুদের প্রতি সহনশীল হতে হবে। এসব বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য ছবি, রং, নানা ধরনের সহজ আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ, মডেল কিংবা হাতের ইশারার সাথে সাথে ছড়া, গল্প, গান বলা অথবা খেলার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

'প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০১১' শিরোনামে তৈরি করা চূড়ান্ত খসড়ার প্রতিবেদনে ভূমিকা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্যসহ মোট ১৭টি অধ্যায় রয়েছে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে রয়েছে- ভূমিকা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিক্ষাক্রম প্রণয়নে মূলনীতিসমূহ, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, শিক্ষাক্রম বিকাশ ও শিখন সম্পর্কিত তত্ত্বের প্রভাব এবং শিশুর বিকাশ ও শিখনের বৈশিষ্ট্য, বিকাশের মাইলফলক ও শিখনক্ষেত্র, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্স, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মূল দিকসমূহ, শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্নয়নের নির্দেশনা, মূল্যায়ন নির্দেশনা, শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ, পরিবার থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাস্তরে উত্তরণ, একীভূত শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশনা, নির্ঘণ্ট, গ্রন্থপঞ্জী, সংশ্লিষ্ট কমিটি তথা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও এ শিক্ষাক্রম পাঠদানের মধ্য দিয়ে শিশুদের আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে বিভিন্ন খেলা ও কাজের মাধ্যমে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। শেখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা। শিশুর সৌন্দর্য ও নান্দনিকতাবোধের বিকাশে সহায়তা করা। শিশুকে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ ও উপাদানের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো। আবেগ বুঝতে পারা ও তার যথাযথ প্রকাশে সহায়তা করা। শিশুকে পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা ও ভাগাভাগি করতে সহায়তা ও উদ্বুদ্ধ করাই শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য। এই শিক্ষাক্রমে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, ঝুঁকিগ্রস্ত শিশুদের নির্দেশনা, জেন্ডার সমতা ও সাম্য, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. মোতাহার হোসেন বলেন, আগামী বছর থেকে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হবে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে একটি করে শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি করা হবে। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষে একজন করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে।

এক্ষেত্রে নারী শিক্ষকদের প্রাধান্য দেয়া হবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, তবে সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হওয়ায় শিক্ষক নিয়োগ দেশের সকল বিদ্যালয়ে একই সঙ্গে সম্ভব না হলেও ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করা হবে।